



স্তন্যপানে উৎসাহপ্রদানের জন্য স্তন্যপান সপ্তাহের উদযাপন স্তন্যপানের প্রতি উৎসাহপ্রদানে ও সহায়তার জন্য জরুরি বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে স্তন্যপান সপ্তাহ পালন করা হয়

Posted On: 07 AUG 2017 12:16PM by PIB Kolkata

স্তন্যপানের প্রতি উৎসাহপ্রদানে ও সহায়তার জন্য জরুরি বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে স্তন্যপান সপ্তাহ পালন করা হয়। এই বছর স্তন্যপান সপ্তাহের মূল ভাবনা স্তন্যপান করানোর অভ্যাস সকলে মিলে বজায় রাখা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ইন্ডিয়ান একাডেমী অফ পিডিয়াট্রিক ও রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে একত্রিতভাবে সারা সপ্তাহ ধরে জাতীয় স্তরেবহ কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

স্তন্যপান প্রসারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রক ‘ মা ’ অর্থাৎ ‘ মায়ের পূর্ণ স্নেহ ’ শীর্ষক একটি সর্বভারতীয় কর্মসূচি চালু করেছে, যার মাধ্যমে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার পাশাপাশি স্তন্যপানের প্রতিও পরিষেবাগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে স্তন্যপান ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রকাশ করা হয়েছে যাতে অসুস্থ ও মেঘাদের আগে জন্মানো শিশুরা যাতে নিরাপদ স্তন্যপানের সুযোগ পায়।

‘ মা ’ কর্মসূচির মূল বিষয় হল স্তন্যপান সচেতনতা সৃষ্টি, স্তন্যপানের প্রসার এবং এই বিষয়ে ব্যক্তিগতশলা পরামর্শ, প্রসূতি-সদনগুলিতে শিশুদের স্তন্যপান করানোর জন্য দক্ষ সেবিকাদের সহায়তা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে নজরদারি ও ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা। এই কর্মসূচির আওতায় আশা কেন্দ্রগুলিতে গর্ভবতী মায়ের কাছে পৌঁছে স্তন্যপানের উপকারিতা সম্বন্ধে তথ্য জানানো এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময়ে শিশুদের স্তন্যপান করানোর সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি উপকেন্দ্রে সহায়ক সেবিকা ও ধাত্রীদের এবং প্রসূতি সদনের কর্মীদের স্তন্যপানে মায়ের সাহায্য করতে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযানের আওতায় ‘ মা ’ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ২০১৬ থেকে প্রত্যেকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। ২০টি রাজ্য কর্মসূচি রূপায়ণের নানাবিধ কাজ শুরু করে দিয়েছে। যেমন- স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সচেতনতা মূলক একদিনের কর্মসূচি, কর্মসূচি রূপায়ণে যুক্ত দপ্তরগুলিকে নিয়ে কর্ম সভা করা, শিশু ও কচি বান্ধাদের আহ্বার (আইওয়াইসিএফ) সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীদের জন্য, গণমাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি। ‘ মা ’ কর্মসূচির আওতায় স্তন্যপান প্রসারের কর্মকৌশলের আওতায় প্রায় আড়াই লক্ষ আশাকর্মী ও ৪০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী যাদের মধ্যে জেলা ও ব্লক স্তরের কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করা রয়েছে, চিকিৎসক ও মেডিক্যাল অফিসার, স্টাফ নার্স এবং সহায়ক সেবিকা ও ধাত্রীদের জন্য সচেতনতাকর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ২৮০০ স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য চারদিন ব্যাপী আইওয়াইসিএফ প্রশিক্ষণের আয়োজনও করা হয়েছে। এছাড়া, গ্রামস্তরে আশা কেন্দ্রগুলিতে মায়ের নিয়ে ৭৫ হাজারেরও বেশি সভা আয়োজন করে শিশুদের সঠিক পদ্ধতিতে স্তন্যপানের গুরুত্ব সম্বন্ধে বোঝানো হয়েছে।

শিশুদের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ও সাশ্রয়কর উপায় হল স্তন্যপান করানো। নবজাতকদের জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে স্তন্যপান করানোর দ্বারা প্রায় ২০ শতাংশ শিশুমৃত্যু রোধ করা যায়। যে শিশুদের স্তন্যপান করানো হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে জুরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা ১৫ গুণ বেশি এবং পেটের অসুখে মৃত্যুর সম্ভাবনা ১১ গুণ বেশি থাকে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এই দুটি মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। তাছাড়া যে শিশুরা স্তন্যপান করেনি তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস, স্ফুল্ভতা, এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, লিউকিমিয়া ও অকস্মাৎ শিশুমৃত্যুর সংকটবেশি থাকে। জীবনধারণ ও রোগভোগের হাত থেকে নিস্তার ছাড়াও স্তন্যপানের মাধ্যমে মিশিগুদের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ পর্যায়ে জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যেদেশে স্তন্যপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা (২০০৫-০৬)-তে ২৩.৪শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে চতুর্থ পর্যায়ে (২০০৫-১৬)-তে ৪১.৬ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের কেবল মাত্র স্তন্যপান করানোর প্রবণতাও গুরুত্বপূর্ণভাবে বেড়েছে বলে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে। তবে, দেশজুড়ে যে হারে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বেড়েছে, সেই তুলনায় নবজাতকদের স্তন্যপান করানোর রীতি ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।

(Release ID: 1498685) Visitor Counter : 2

Background release reference

এই বছর স্তন্যপান সপ্তাহের মূল ভাবনা স্তন্যপান করানোর অভ্যাস সকলে মিলে বজায় রাখা

